বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২৩-২০২৪

উপজেলা সমবায় কার্যালয়
মাটিরাঙ্গা, খাগড়াছড়ি পার্বত্য পার্বত্য জেলা।
ফোন: ০২৩৩৩৩৪৫২২০
ওয়েবসাইট:
www.cooparative.matiranga.khagrachhari.gov.bd
ই-মেইল: matirangauco@gmail.com

উপদেষ্টা

মোঃ আমান উল্লাহ খান
উপজেলা সমবায় অফিসার
মাটিরাঙ্গা, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

সম্পাদনা পরিষদ

- উখাংমং মারমা
  সহকারী পরিদর্শক
  উপজেলা সমবায় কার্যালয়
  মাটিরাঙ্গা, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
- মেঃ আরিফ হোসেন
  সহকারী পরিদর্শক
  উপজেলা সমবায় কার্যালয়
  মাটিরাঙ্গা, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

সংকলনে

উখাংমং মারমা
সহকারী পরিদর্শক
উপজেলা সমবায় কার্যালয়
মাটিরাঙ্গা, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

সার্বিক সহযোগিতায়

মোঃ আমান উল্লাহ খান
উপজেলা সমবায় অফিসার
মাটিরাঙ্গা, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

প্রকাশকাল

অক্টোবর ২০২৪ খ্রি.

প্রকাশনায় :

উপজেলা সমবায় কার্যালয়
মাটিরাঙ্গা, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

ঠিকানা ঃ

উপজেলা পরিষদ ভবন, ডাকঘরঃ মাটিরাঙ্গা- ৪৪৫০
উপজেলাঃ মাটিরাঙ্গা, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
ফোন: ০২৩৩৩৩৪৫২২০
ওয়েবসাইট: www.cooparative.matiranga.khagrachhari.gov.bd
ই-মেইল: matirangauco@gmail.com

সমবায় সঙ্গীত

কাজী নজরুল ইসলাম

ওরে নিপীড়িত, ওরে ভয়ে ভীত, শিখে যা আয়রে আয়
দুঃখ জয়ের নবীন মন্ত্র সমবায় সমবায়।
ক্ষুধার জ্বালায় মরেছি সুধার কলস থাকিতে ঘরে
দারিদ্র ঋণ অভাবে মরেছি না চিনে পরস্পরে।
মিলিত হইনি, তাই আমাদের দুর্গতি ঘরে ঘরে
সেই দুর্গতি-দূর্গ ভাঙ্গিব সমবেত পদঘায়।
দুঃখ জয়ের নবীন মন্ত্র সমবায় সমবায়।

মিলি পরমাণু পর্বত হয় সিন্ধু বিন্দু মিলে
মানুষ শুধুই মিলিবে না কিরে মিলনের এ নিখিলে।
জগতে ছড়ানো বিপুল শক্তি কুড়াইয়া তিলে তিলে
আমরা গড়িব নতুন পৃথিবী সমবেত মহিমায়।
দুঃখ জয়ের নবীন মন্ত্র সমবায় সমবায়।

দুর্ভিক্ষের, শোষণের আর পেষণের যাঁতাকলে
এক হইনি বলিয়া আমরা মরিয়াছি পলে পলে।
সকল দেশের সকল মানুষ আজি সহস্র দলে
মিলিয়াছি তাই রবে না জগতে প্রবলের অন্যায়।
দুঃখ জয়ের নবীন মন্ত্র সমবায় সমবায়।

উপজেলা সমবায় অফিসার
মাটিরাঙ্গা, খাগড়াছড়ি ।

দরিদ্র জনগোষ্ঠির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে একীভূত করে সমবায় আন্দোলন অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি স্থাপন করেছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করতে সমবায় আন্দোলনের বিকল্প নেই। সাধারণ মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারীর ক্ষমতায়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসে সমবায় সমিতিগুলো গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। অর্থনীতির সকল খাতেই আজ সমবায় কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় সুশাসন ও সংস্কারমূলক অংশের তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনায় বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের কার্যক্রম রয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় এ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হল। প্রতিবেদনটিতে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার সমিতির সংখ্যা, ব্যক্তি সদস্য, শেয়ার মূলধন, সঞ্চয় আমানত, গঠিত অন্যান্য তহবিল, গৃহীত ও দাদনকৃত ঋণ, আদায়কৃত ও পরিশোধিত ঋণ, লভ্যাংশ বিতরণ ইত্যাদির পাশাপাশি উপজেলা সমবায় কার্যালয়,মাটিরাঙ্গা, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ বিষয়ে পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়েছে।

যে সকল সহকর্মী বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুতির কাজে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা প্রদান করেছেন তাদের অশেষ ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

মোঃ আমান উল্লাহ খান
উপজেলা সমবায় অফিসার
মাটিরাঙ্গা, খাগড়াছড়ি ।

☞সমবায়েরসংক্ষিপ্তইতিহাস :

গ্রামীণ অর্থনৈতিক অবকাঠামো উন্নয়নে সমবায়ের গর্ব করার মত সুদীর্ঘকালের ঐতিহ্য এবং ইতিহাস রয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে সর্বপ্রথম ইংল্যান্ডে সমবায় আন্দোলনের যাত্রা শুরু হয়। ১৮২১ সালে রবার্ট ওয়েন ইংল্যান্ডের ‘নিউ লানার্ক’ নামক শহরে ও তার আশেপাশের শ্রমিকদের সংগঠিত করে সমবায় গ্রাম প্রতিষ্ঠা করেন। সমবায়ের মাধ্যমে নিজস্ব সঞ্চয় সংগ্রহ করে শ্রমিকরা তাদের ভাগ্যোন্নয়নে ব্রতী হয়। রবার্ট ওয়েনের এ সমবায় কার্যক্রম প্রথম দুই দশকে বেশ সফলতা প্রদর্শন করে। পরে ব্যবস্থাপনার ত্রুটিজনিত কারণে চল্লিশের দশকে এসে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। রবার্ট ওয়েন যেহেতু আধুনিক সমবায়ের কাঠামোগত ভিত রচনা করেছিলেন তাই তাঁকে ‘আধুনিক সমবায়ের জনক’ (Father of Modern Cooperatives) বলে আখ্যায়িত করা হয়।

প্রকৃতপক্ষে, আধুনিক সমবায় আন্দোলনের জয়যাত্রা শুরু হয় ১৮৪৪ সালের ১৪ আগস্ট তারিখে ইংল্যান্ডের ম্যানচেষ্টারের নিকটবর্তী রচডেল (Rochdale) নামক একটি ছোট্ট শহরে। রচডেলের মাত্র ২৮ (আটাশ) জন বুদ্ধিমান শ্রমিক আত্ম-প্রত্যয় ও আত্ম-প্রচেষ্টায় স্বাবলম্বী হওয়ার ব্রত নিয়ে প্রতিষ্ঠা করে ‘রচডেল অগ্রণীদের সমতাবাদী সমবায় সমিতি।’ (Rochdale Pioneers Equitable Cooperative Society)।

রচডেলের পরবর্তীতে ১৮৯৫ সালের আগস্ট মাসে সফলভাবে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠন করা হয় যার নাম দেওয়া হয় International Cooperative Alliance । উক্ত আন্তর্জাতিক সংস্থা সমবায়ীদের ব্যাপকভাবে সহযোগিতা করে। এর পরে স্পেনের বাস্ক প্রদেশে ম্যান্ড্রাগণ সমবায় কর্পোরেশন নামে একটি সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় যা অদ্যবধি সমবায়ের সবচেয়ে সফল উদাহরণের অন্যতম।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভারতীয় উপ-মহাদেশে প্রথম সমবায় আন্দোলনের যাত্রা শুরু হয়। এ সময়ে শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ লোক গ্রামে বাস করত। কৃষিই ছিল জনগণের জীবিকার একমাত্র উপায়।

১৮৭৫ সালে দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন জায়গায় কৃষক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। এই বিদ্রোহের মূলে ছিল কৃষি ঋণের অভাব, মহাজনী ঋণের চক্রবৃদ্ধিজনিত উচ্চ সুদের হার, কৃষকদের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র। এ প্রেক্ষিতে ১৯০১ সালে ইন্ডিয়ান ফেমিন কমিশনের সুপারিশ মতে এবং তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড কার্জন কর্তৃক গঠিত তিন সদস্য বিশিষ্ট (লর্ড এডওয়ার্ড, স্যার নিকলসন ও ডুপার নিক্স) কমিটির সুপারিশ অনুসারে ১৯০৪ সালে তদানীন্তন বৃটিশ ভারতের গভর্ণর জেনারেল লর্ড কার্জন ‘সমবায় ঋণদান সমিতি আইন, ১৯০৪’ (Cooperative Credit Societies Act-1904) জারী করেন এবং তদানীন্তন ভারত সরকার পুনরায় নতুন করে ‘সমবায় সমিতি আইন-১৯১২’ (Cooperative Socities Act-1912) জারী করেন। উক্ত আইনে ক্রেডিট ও নন-ক্রেডিট সমবায় সমিতি গঠন এবং সসীম ও অসীম দায় বিশিষ্ট সকল প্রকার সমবায় সমিতি গঠনের বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তাছাড়া এই আইনে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শীর্ষ সমিতি বা ব্যাংক গঠন করার বিধান ও সন্নিবেশ করা হয়। ফলে দেশের সর্বত্র কৃষিক্ষেত্রে ও অকৃষিক্ষেত্রে সসীম ও অসীম দায়-বিশিষ্ট বিভিন্ন প্রকার সমবায় সমিতি গড়ে উঠতে শুরু করে।

ভারতবর্ষের কো-অপারেটিভগুলোর সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের উপায় উদ্ভাবনের জন্য স্যার এডওয়ার্ড ম্যাকলেগানকে প্রধান করে 'ইমপেরিয়াল কো-অপারেটিভ ইন ইন্ডিয়া' গঠিত হয়। ১৯১৫ সালে ম্যাকলেগান কমিটি সুপারিশ দাখিল করেন। এই কমিটির প্রতিবেদনকে ভারতের জন্য 'সমবায়ের বাইবেল' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

১৯১২ সালের আইনের আওতায় ১৯১৮ সালে 'বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কো-অপারেটিভ ফেডারেশন গঠনের মাধ্যমে প্রাদেশিক সমবায় ব্যাংক প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হয়। ১৯২২ সালে তা 'বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল ব্যাংক' নাম ধারণ করে।

তৎকালীন ভারত সরকার ১৯১৯ সালে সমবায়কে প্রাদেশিক বিষয়ে পরিণত করে। প্রাদেশিক সরকারের অধীনে একজন সমবায় বিষয়ক মন্ত্রীও নিয়োগ করা হয়। তবে তখনও ১৯১২ সালের সমবায় সমিতি আইন অনুযায়ী সমবায়ের কর্মকান্ড পরিচালিত হয়।

বিশের দশকে পাট ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত সমবায়গুলো এক উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করে। এ গুলোর মাধ্যমে 'বিক্রয় ও সরবরাহ সমিতি' এবং 'কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ সমিতি' পাট ব্যবসায়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এ গুলোর কেন্দ্রীয় সমিতি 'বেঙ্গল কো-অপারেটিভ হোলসেল সোসাইটি ১৯২৬ সাল থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত পাট ব্যবসায়ে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে।

সমবায় আন্দোলনকে পূন:চাঙ্গা করে তোলার লক্ষ্যে প্রাদেশিক সরকার ১৯৪০ সালে 'বঙ্গীয় সমবায় সমিতি আইন-১৯৪০' জারী করে। ১৯৪২ সালে উক্ত আইনের বিশ্লেষণ সহ 'সমবায় নিয়মাবলী-১৯৪২' প্রকাশিত হয়। কিন্তু ইতোমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ায় দেশে দ্রব্যমূল্য অত্যাধিক বেড়ে যায়। ১৯৪৩ সালে প্রদেশব্যাপী দেখা দেয় এক মহা-দুর্ভিক্ষ। অপরদিকে ১৯৪৫ সালে দেশব্যাপী বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন দানা বেধেঁ ওঠে। শুরু হয় সর্বত্র হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা-হাঙ্গামা। ফলে সমবায় আন্দোলন এক বিরাট বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর সমবায় আন্দোলনে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। পূর্ব পাকিস্তানে তখন ২৬,০০০ এর ও বেশি সমবায় সমিতি বিরাজমান থাকলেও এগুলোর অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়। এগুলোর মধ্যে অধিকাংশ সমিতিই পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে অবসায়নে দেয়া হয়।

সরকার ও সমবায়ীদের যৌথ উদ্যোগে ১৯৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক সমবায় ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মাধ্যমে সরকার সমবায় সমিতিগুলোর ঋণ কার্যক্রম পূনরায় চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। গ্রামীণ সমিতিগুলোর পরিবর্তে প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি গঠন করা হয়। এই ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতিগুলোর মাধ্যমে তখন কৃষকদের সার, বীজ কীটনাশক ডিজেল সরবরাহ করা হতো। রাসায়নিক সার ব্যবহারে সমিতিগুলো তখন জনগণকে উদ্বুদ্ধ করত। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির চাষাবাদ ব্যবস্থার প্রচলনে সমিতিগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পঞ্চাশের দশকে পূর্ব পাকিস্তান কো-অপারেটিভ জুট মার্কেটিং সোসাইটি ও এর অধীনস্থ পাট ক্রয় সমিতি পাট ব্যবসায়ে আশাতীত সাফল্য অর্জন করে। বিদেশে পাট রপ্তানীতে সমবায় তখন পঞ্চম স্থান অধিকার করে।

১৯৫৮ সালে পাকিস্তান স্টেট ব্যাংক এ অঞ্চলের সমবায়গুলোকে কৃষি ঋণ দেয়া শুরু করে। ষাটের দশকে প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বেশ কয়েকটি সমবায় উন্নয়ন প্রকল্প গৃহীত ও বাস্তবায়িত হয়। ফলে সমবায় আন্দোলনে নতুন উদ্যম ও গতির সঞ্চার হয়।

১৯৫৬ সালে ড. আখতার হামিদ খান প্রায়োগিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে কুমিল্লার কোটবাড়ীতে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর উদ্যোগে ১৯৬০ সালে কুমিল্লার কোতয়ালী থানায় 'দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতি' চালু করা হয়। গ্রাম পর্যায়ে প্রাথমিক সমবায় সমিতি এবং থানা পর্যায়ে কোতয়ালী থানা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ এসোসিয়েশন (KTCCA) গঠন করার মাধ্যমে উক্ত কর্মসূচি চালু করা হয়। ১৯৬৫ সালে 'কুমিল্লা জেলা সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি' (CDIRDP) কুমিল্লা জেলার ২২ টি থানায় চালু করা হয়।

১৯৬০ সালে সমবায় অধিদপ্তর হতে মাসিক 'সমবায়' এবং ইংরেজি ষান্মাসিক 'কো-অপারেশন' পত্রিকাদ্বয়ের প্রকাশনা শুরু হয়। ১৯৬০ সালে ঢাকার গ্রীন রোডে বাংলাদেশ সমবায় কলেজ স্থাপিত হয়।

১৯৬১ সালে বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সমবায় ইউনিয়ন) আন্তর্জাতিক মৈত্রী সংস্থার (আইসিএ) সদস্যপদ লাভ করে।

১৯৬২ সালে প্রথমবারের মত 'জাতীয় সমবায় নীতিমালা' গৃহীত ও প্রচারিত হয়। ১৯৬২ সালে বাংলাদেশ সমবায় কলেজ ঢাকার গ্রীন রোড হতে কুমিল্লার কোটবাড়ীতে স্থানান্তর করা হয়।

১৯৭১ সালে 'সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি' (IRDP) চালু করার মাধ্যমে কুমিল্লাস্থ দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতির কার্যক্রম প্রদেশব্যাপী ছড়ানোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়। সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির সদর দপ্তর ঢাকায় স্থাপন করে একজন নির্বাহী পরিচালকের অধীনে জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে বেশ কিছু কর্মকর্তা কর্মচারী নিয়োগ করে উক্ত প্রকল্পের কাজ শুরু করা হয়।

স্বাধীনতার পর সমবায়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করে বাংলাদেশের পবিত্র সংবিধানের ১৩(খ) অনুচ্ছেদে সমবায়কে মালিকানার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

১৯৮২ সালে সরকার এক অর্ডিনেন্স এর মাধ্যমে আইআরডিপি এর স্থলে 'বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড গঠন করে তাকে একটি স্বায়ত্বশাসিত সংস্থায় পরিণত করে। একই সালে সমবায় বিভাগ 'বাংলাদেশ ট্রাক চালক সমবায় ফেডারেশন' গঠন করে পরিবহন সমবায়ের কার্যক্রম আরও জোরদার করে। ১৯৮৩ সালে সমবায় বিভাগের অধীনে 'বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ হাউজিং ফেডারেশন' গঠনের মাধ্যমে হাউজিং সমবায় সমিতি গঠনের চেষ্টা চালায়।

১৯৮৩ সালে দেশের ১৩ টি বৃহত্তর জেলায় 'পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-২' এর কার্যক্রম বিআরডিবি'র মাধ্যমে চালু করা হয়। এর একটি অংশ 'অডিট ক্ষমতা শক্তিশালীকরণ' প্রকল্পটি সমবায় বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়ন শুরু হয়। বিআরডিবি পরিচালিত সমিতিগুলোর অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য উক্ত প্রকল্পের অধীনে বেশকিছু অডিট কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়।

১৯৮৪ সালে বিআরডিবি কর্তৃক 'পল্লী দরিদ্র কর্মসূচি' চালু করা হয়। এর আওতায় গ্রাম পর্যায়ে প্রথমে বিত্তহীন সমবায় সমিতি এবং পরে মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি গঠনের কাজ শুরু করা হয়।

বাংলাদেশ সরকার ১৯৮৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর ১৯৪০ সালের পুরাতন বঙ্গীয় সমবায় আইন বাতিল করে 'সমবায় সমিতি অধ্যাদেশ-১৯৮৪' জারী করেন। উহা ১৪ জানুয়ারি ১৯৮৫ তারিখে সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হয়।

একই সালে সরকার সমবায় বিভাগের চাকুরি বিসিএস ক্যাডারে অন্তর্ভুক্ত করেন। ১৯৮৬ সালে বাংলাদেশ সমবায় কলেজ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু হয়।

১৯৮৭ সালে ২০ জানুয়ারি ‘সমবায় সমিতি নিয়মাবলী -১৯৮৭’ গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জারী করা হয়। এতে নির্বাচন সংক্রান্ত সমবায়ের নতুন বিধিমালাসহ অনেক বিধি প্রণয়ন ও সংশোধন করা হয়।

১৯৮৯ সালে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথমবারের মত সমবায় নীতিমালা প্রবর্তন করা হয়। সমবায় বিভাগের আওতাধীন আটটি আঞ্চলিক সমবায় ইন্সটিটিউট উন্নয়ন প্রকল্পটি এ বছরই জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

২০০১ সালে প্রথমবারের মত বাংলায় সমবায় আইন জারী করা হয়। ২০০২ সালে ২০০১ সালের সমবায় আইনের কতিপয় ধারা সংশোধন করে সংশোধিত আইন, ২০০২ জারী করা হয়। সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ ও সংশোধিত আইন ২০০২ এর সমর্থনে ২০০৪ সালে সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ জারী করা হয়। দারিদ্রমুক্ত আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ গড়ায় সমবায় উদ্যোগকে উৎসাহ প্রদান এবং গণমুখী সমবায় আন্দোলনের দিকনির্দেশনার প্রয়োজনে ১৯৮৯ সালে প্রণীত সমবায় নীতিমালাকে যুগোপযোগী করে ‘জাতীয় সমবায় নীতিমালা-২০১২ প্রণয়ন করা হয়। ২০১৩ সালে সমবায় আইনকে অধিকতর সংশোধন করে সংশোধিত সমবায় আইন, ২০১৩ জারী করা হয় এবং ২০২০ সালে সমবায় সমিতি বিধিমালাকে সংশোধন করে সংশোধিত সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০২০ জারী করা হয়।

এ সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমায় সমবায় আন্দোলন অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়েছে। কৃষি ও ভোগ্য পণ্য উৎপাদন ও বিপণন, মৎস্য চাষ, ইক্ষু চাষ, দুগ্ধ উৎপাদন, প্রকিয়াজতকরণ এবং বিপণন, তাঁত শিল্প, হস্তশিল্প, মৃতশিল্প, চামড়া শিল্প, যানবাহন, আবাসন, মৌচাষ সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমবায় সমিতিগুলো বিচরণ করছে। সমবায় গুলো দেশের গন্ডি পেরিয়ে তাদের উৎপাদিত পণ্য এখন বিদেশেও রপ্তানী করছে। সমবায় আন্দোলন দেশের একটা বৃহৎ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে।

☞সমবায়ের সাংবিধানিক ভিত্তি:

বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ নং- ১৩ এ উৎপাদনযন্ত্র, উৎপাদন ব্যবস্থা ও বন্টনপ্রণালীসমূহের মালিক বা নিয়ন্ত্রক হইবেন জনগণ এবং এ উদ্দেশ্যে মালিকানা ব্যবস্থা নিম্নরূপ:

ক) রাষ্ট্রীয় মালিকানা অর্থাৎ অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান ক্ষেত্র লইয়া সুষ্ঠু ও গতিশীল রাস্ট্রয়াত্ব সরকারী খাত সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রের মালিকানা।

খ) সমবায়ী মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে সমবায়সমূহের সদস্যদের পক্ষে সমবায়সমূহের মালিকানাগ) ব্যক্তি মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে ব্যক্তির মালিকানা।

☞আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী (আইসিএ):

আন্তর্জাতিক সমবায় সংস্থা (আইসিএ) হচ্ছে সমবায়ে সবচেয়ে বড় আন্তর্জাতিক সমবায় প্রতিষ্ঠান বা সমবায়ীদের আন্তর্জাতিক ফোরাম। লন্ডনে প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্ব সমবায় সংস্থাটির প্রধান কার্যালয় বর্তমান সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অবস্থিত। ১৯৪৬ সালে এ প্রতিষ্ঠানটি জাতিসংঘের কনসালটেটিভ প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা লাভ করে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ২৩০টি সমবায় প্রতিষ্ঠান এর সদস্য। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সমবায় আন্দোলন জোরদার করা এবং সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার লক্ষ্যে এটি সমন্বয়কারী ও অনুঘটকের কাজ করে। সমবায়ের উন্নয়নের জন্য কারিগরী

সহায়তা দেয়। আফ্রিকা, এশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকা এবং পূর্ব ও মধ্য ইউরোপে আইসিএ’র আঞ্চলিক অফিস আছে। আইসিএ জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের সাথে সহযোগিতা করে কাজ করে।

☞আইসিএ কর্তৃক প্রণীত সমবায়ের মূলনীতি সমূহঃ

০১। স্বতঃস্ফূর্ত ও অবাধ সদস্যপদ (Voluntary and open Membership)
০২। সদস্যের গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রন (Democratic Member Control)
০৩। সদস্যের আর্থিক অংশ গ্রহন (Member Economic Participation)
০৪। স্বায়ত্ব শাসন ও স্বাধীনতা (Autonomy and Independence)
০৫। শিক্ষা, প্রশিক্ষন ও তথ্য (Education, Training & Information)
০৬। আন্তঃ সমবায় সহযোগিতা (Co-operation among Co-operative)
০৭। সামাজিক অঙ্গীকার (Concern for Community)

☞রূপকল্প (Vision):

টেকসই সমবায়, টেকসই উন্নয়ন

☞অভিলক্ষ্য (Mission):

সমবায়ীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষি, অকৃষি, আর্থিক ও সেবাখাতে টেকসই সমবায় গড়ে তোলা।

☞সমবায় বিভাগের কার্যাবলি (Functions) :

১. সমবায় নীতিতে উদ্বুদ্ধকরণ ও সমবায় গঠন।
২. সমবায় নিরীক্ষা, পরিদর্শন ও তদারকির মাধ্যমে সমিতিগুলোতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা।
৩. সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ/উচ্চতর প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টির মাধমে পেশাগত মান বৃদ্ধি করা।
৪. সমবায় সদস্যবৃন্দকে প্রায়োগিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং মূলধন সৃষ্টি ও আত্ম-কর্মসস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাস করা।
৫. সমবায় নেটওয়ার্কিং জোরদার করার লক্ষ্যে সমবায় মূল্যবোধের প্রচার, প্রকাশনা, সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করা।
৬. পুঁজি গঠন ও বিনিয়োগের মাধ্যমে মূলধন সৃষ্টি এবং সমবায় ভিত্তিক ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।
৭. সমবায় ভিত্তিক প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামীণ মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।
৮. সমবায় পণ্য ব্রান্ডিং ও বাজার সংযোগ প্রতিষ্ঠা করা।
৯. অভিলক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজনীয় নীতিমালা, উন্নয়ন কর্মসূচি এবং উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

☞উপজেলা সমবায় কার্যালয়, মাটিরাঙ্গা, খাগড়াছড়ি এর পরিসংখ্যান

সবুজ শ্যামল বনবীথি বেষ্টিত অপরূপ সৌন্দর্যের লীলা ভূমি মাটিরাঙ্গা উপজেলা। মাইনী নদী বিধৌত মাটিরাঙ্গা জেলায় রয়েছে বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর অপূর্ব মেল-বন্ধন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়াধীন সমবায় অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রনে এবং জেলা সমবায় দপ্তর, খাগড়াছড়ি এর তত্বাভধানে এ কার্যালয়ের সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয়। পার্বত্য জেলা সমূহে বিভিন্ন সরকারি দপ্তর জেলা পরিষদের অধীনস্ত হওয়ার কারণে ১৯৯২ সালে জেলা সমবায় বিভাগ, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তর করা হয়। ফলে উপজেলা সমবায় কার্যালয়ের সকল কার্যক্রম পরিষদের সাথে সমন্বয় রেখে পরিচালিত হয়।

☞জনবল ও কর্মী প্রশাসন (উপজেলা সমবায় কার্যালয়, মাটিরাঙ্গা, খাগড়াছড়ি) ঃ (১৫আক্টোবর’২০২৪খ্রিঃ তারিখে)

ক্রমিক নং	উপজেলা	অনুমোদিত পদ সংখ্যা	বর্তমানে কর্মরত	শূন্য পদ	মন্তব্য
০১	উপজেলা সমবায় কার্যালয়,মাটিরাঙ্গা, খাগড়াছড়ি	০৫	০৪	০১ উপজেলা সমবায় অফিসার-০১জন অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মূদ্রাক্ষরিক।	উপজেলা সমবায় অফিসার-০১জন(অ:দা:), সহকারী পরিদর্শক -০২ জন ও অফিস সহায়ক-০১ জন।

☞মোট সমিতির সংখ্যা ঃ (কেন্দ্রীয় ও প্রাথমিক) ১৫ অক্টোবর, ২০২৪ খ্রি. পর্যন্ত।

সাধারণ (সমবায় বিভাগ ভূক্ত)		পউবো (বি,আর,ডি,বি ভূক্ত)		মোট		সর্বমোট
কেন্দ্রিয়	প্রাথমিক	কেন্দ্রিয়	প্রাথমিক	কেন্দ্রিয়	প্রাথমিক	১৬৫ টি
নাই	১২২ টি	১ টি	৪২ টি	১ টি	১৬৪ টি	

☞মোট সদস্য সংখ্যা (১৫ অক্টোবর, ২০২৪ খ্রি. পর্যন্ত)ঃ

সাধারণ (সমবায় বিভাগ ভূক্ত)		পউবো (বি,আর,ডি,বি ভূক্ত)		মোট	
কেন্দ্রিয়	প্রাথমিক	কেন্দ্রিয়	প্রাথমিক	কেন্দ্রিয়	প্রাথমিক
----	১১,২১৫ জন	৪২ (সদস্য সমিতি) টি	১৩২৬জন	৪২টি	১২,৫৪১ জন

☞অডিট সংক্রান্ত তথ্য ঃ (০১/০৭/২০২৪খ্রি. হতে ১৫/১০/২০২৪) খ্রি.পর্যন্ত।

অডিটযোগ্য সমিতির সংখ্যা সবি (কেন্দ্রীয়)	অডিটকৃত সমিতির সংখ্যা সবি (কেন্দ্রীয়)	অডিটযোগ্য সমিতির সংখ্যা সবি (প্রাথমিক)	অডিটকৃত সমিতির সংখ্যা সবি (প্রাথমিক)
--	---	৪২ টি	২০ টি
অডিটযোগ্য সমিতির সংখ্যা বিআরডিবি (কেন্দ্রীয়)	অডিটকৃত সমিতির সংখ্যা বিআরডিবি (কেন্দ্রীয়)	অডিটযোগ্য সমিতির সংখ্যা বিআরডিবি (প্রাথমিক)	অডিটকৃত সমিতির সংখ্যা বিআরডিবি (প্রাথমিক)
১টি	অডিট হয়নি	৩৬	১২

☞মোট শেয়ার ও সঞ্চয়ী আমানত (১৫ অক্টোবর, ২০২৪ খ্রি. পর্যন্ত)ঃ

সাধারণ (সমবায় বিভাগ ভূক্ত)		পউবো (বি,আর,ডি,বি ভূক্ত)		মোট	
কেন্দ্রিয়	প্রাথমিক	কেন্দ্রিয়	প্রাথমিক	কেন্দ্রিয়	প্রাথমিক
-	১৯,৮০,০০০/-	৩,০৭,০০০/-	৩,০৭,০০০/-	৩,০৭,০০০/-	২২,৮৭,০০০/-

☞অডিট পর্যালোচনা সংক্রান্ত তথ্য ঃ (০১/০৭/২০২৪খ্রি. হতে ১৫/১০/২০২৪) খ্রি.পর্যন্ত।

পর্যালোচনার সংখ্যা (কেন্দ্রীয়)	পর্যালোচনার সংখ্যা (প্রাথমিক)	মন্তব্য
০	৯ টি	পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে কারণ দর্শানো পূর্বক শুনানী গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট সমিতি সমূহ পর্যালোচনা প্রক্রিয়াধীন আছে।

☞কর্মসংস্থান সৃষ্টি ঃ ১৫/১০/২০২৪ খ্রি.পর্যন্ত।

সাধারণ (সমবায় বিভাগ ভূক্ত)				
সরাসরি	নিজস্ব প্রকল্পে কর্মরত	সমিতির সহায়তায় সৃষ্ট প্রকল্পে কর্মরত	সমিতির মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান	মোট
১২জন	- জন	- জন	৬১ জন	৭৩ জন

☞ প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত ঃ (০১/০৭/২০২৪ খ্রি. হতে ১৫/১০/২০২৪) খ্রি. পর্যন্ত।

ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ টিম কর্তৃক প্রশিক্ষণ		আঞ্চলিক সমবায় ইনিস্টিটিউট এ প্রশিক্ষণ		বাংলাদেশ সমবায় একাডেমীতে প্রশিক্ষণ		মডেল প্রশিক্ষণ	
কোর্স সংখ্যা	সমবায়ীর সংখ্যা	কর্মকর্তা	সমবায়ী	কর্মকর্তা	সমবায়ী	প্রশিক্ষণের সংখ্যা	সমবায়ী
১টি	২৫	-	০৪	-	০	০	০

☞অডিট ফি ঃ (০১/০৭/২০২৪ খ্রি. হতে ১৫/১০/২০২৪) খ্রি. পর্যন্ত।

(২০২১-২০২২)								
ধার্যকৃত			আদায়কৃত			আদায়ের হার		
কেন্দ্রীয়	প্রাথমিক	মোট	কেন্দ্রীয়	প্রাথমিক	মোট	কেন্দ্রীয়	প্রাথমিক	মোট
০	৫৪১৩৮/-	৫৪১৩৮/-	০	৫৪১৩৮/-	০	১০০%	১০০%	১০০%

☞সমবায় উন্নয়ন তহবিল ঃ ০১/০৭/২০২৩ খ্রি. হতে ১৫/১০/২০২৩ খ্রি. পর্যন্ত।

(২০২২-২০২৩)								
ধার্যকৃত			আদায়কৃত			আদায়ের হার		
কেন্দ্রীয়	প্রাথমিক	মোট	কেন্দ্রীয়	প্রাথমিক	মোট	কেন্দ্রীয়	প্রাথমিক	মোট
০	৮১২৩/-	৮১২৩/-	০	৮১২৩/-	০	১০০%	১০০%	১০০%

☞ সফল সমবায় সমিতি তথ্যাবলী ঃ

ক) পার্বত্য মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ

নিবন্ধন নং ও তারিখ	ঃ	২৮৯/(খাগড়া), তাং- ৩১/১২/২০০৮ খ্রি.।
ঠিকানা	ঃ	মাটিরাঙ্গা উপজেলা, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
বর্তমান সদস্য সংখ্যা	ঃ	১০৬ জন
অনুমোদিত শেয়ার মূলধন	ঃ	৫০,০০,০০০/- টাকা
আদায়কৃত শেয়ার মূলধন	ঃ	৩৫,১৯,১৫৫/- টাকা
আদায়কৃত সঞ্চয়	ঃ	১০,৭২,২০৫/- টাকা
সংরক্ষিত তহবিল	ঃ	১,১৫,২৪৫/- টাকা।
বন্টনযোগ্য লাভ	ঃ	৩০,৪১৩/- টাকা
কার্যকরী মূলধন	ঃ	৬০,৯৮,৭৪৬/- টাকা।
সামাজিক ও মানবিক সাহায্য		২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে সমিতি বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডে যেমন, মন্দির, মসজিদ, কিয়াং, বিবাহ অনুষ্ঠান, শিক্ষাবৃত্তি, খেলাধুলা, চিকিৎসা অনুদান, মৃত সদস্য পরিবারের মাঝে আর্থিক অনুদান প্রদান করে থাকে। সমবায় সমিতির মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ডে অনন্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরুপ ২০২৩খ্রিঃ সনে উপজেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি হিসেবে মনোনীত হয়। একটি সফল সমবায় সমিতি।

☞ উপজেলা সমবায় কার্যালয়, মাটিরাঙ্গা, খাগড়াছড়ি'র সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ এবং সমাধান ঃ

সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ ঃ-

ক) সমিতির সংখ্যানুযায়ী সুষম জনবল না থাকা এবং জনবলের তুলনায় সমিতির সংখ্যাধিক্য।

খ) সমবায় সমিতিসমূহের অপর্যাপ্ত পুঁজি, দুর্বল অর্থনৈতিক ভিত্তি এবং পেশাদরিত্বের অভাব।

গ) আইনী দীর্ঘসূত্রিতা ও দূর্বলতায় কিছু অসাধু সদস্য কর্তৃক সমিতির সম্পদ ও মূলধন ব্যক্তি স্বার্থে ব্যবহার।

ঘ) সমবায় নেতৃবৃন্দ কর্তৃক সমিতি পরিচালনা ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং উৎপাদনমুখী কার্যক্রমে জ্ঞান ও দক্ষতার অভাব পাশাপাশি সমবায়ীদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণে পৃষ্ঠপোষকতার অভাব।

ঙ) সমবায় খাতের প্রয়োজনীয় অর্থায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংকের সক্ষমতা না থাকা।

চ) সমবায় খাতের উন্নয়নে সরকারের বাজেট ব্যবস্থাপনায় সমবায় খাতে সুনির্দিষ্ট অর্থের সংস্থান নিশ্চিত না থাকা।

সমাধান ঃ-

ক) বিভাগীয় কাজের ব্যাপকতা ও গতিশীলতা আনয়নে উপজেলা সমবায় কার্যালয়ে বিদ্যমান ০৫টি পদের বিপরীতে আরও ৩টি পদ সৃজন আবশ্যক। এক্ষেত্রে পরিদর্শক পদমর্যাদার ০১ জনকে সহকারী উপজেলা সমবায় অফিসার এবং ০২ জন সহকারী পরিদর্শক এর স্থলে ০৩ জন সহকারী পরিদর্শক ও ০১ জন হিসাব সহকারী পদ সৃজন করা যেতে পারে। তাছাড়াও শূণ্য পদের বিপরীতে শত ভাগ নিয়োগ প্রদান করা আবশ্যক।

খ) বিভিন্ন দপ্তরের প্রকল্প সমর্থনপুষ্ট “অনানুষ্ঠানিক দল” এর ন্যায় সমবায় সমিতিগুলোতে সরকারী আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হলে সমবায় সমিতিগুলোর আর্থিক দূর্বলতা হ্রাস পাবে এছাড়া সমবায় সমিতিগুলো টেকসই হবে এবং দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

গ) সমবায় সমিতির অসাধু সদস্য কর্তৃক সমিতির সম্পদ ও মূলধন ব্যক্তি স্বার্থে ব্যবহার এবং বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে সদস্যদের নিকট হতে আমানত সংগ্রহ এবং আমানত ফেরত প্রদান না করে প্রতারণা করার সুযোগ যাতে না পায় সেজন্য আইনী দীর্ঘসূত্রিতা হ্রাসকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং যুগোপযোগী আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন করা।

ঘ) সমবায় সমিতিসমূহকে টেকসই ও উৎপাদনমুখী সমবায় সমিতিতে রূপান্তরের জন্য সমিতির নেতৃবৃন্দদেরকে স্থানীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে পরিচালনা ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদনমুখী কার্যক্রমে জ্ঞানদান ও দক্ষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে সেজন্য উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ আয়োজনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্ধ প্রদান করা যেতে পারে। এছাড়াও সমবায়ীদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও আর্থিক প্রণোদনা প্রদান আবশ্যক।

ঙ) সমবায় খাতের প্রয়োজনীয় অর্থায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংককে তফসীলী ব্যাংকে রূপান্তর এবং ব্যাংকের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

চ) সমবায় খাতের উন্নয়নে সরকারের বাজেট ব্যবস্থাপনায় সমবায় খাতে সুনির্দিষ্ট অর্থের সংস্থান নিশ্চিত করা।ছ) বাংলাদেশের সংবিধানে মালিকানা খাত হিসেবে (অনুচ্ছেদ ১৩ খ) স্বীকৃত সমবায় খাতকে সরকারী উন্নয়ননীতি বাস্তবায়নে অন্যতম প্রায়োগিক পদ্ধতি হিসেবে সম্পৃক্ত করা।

জ) সম্ভবনাময় ক্ষেত্রে “সরকার সমবায় অংশীদারিত্ব” এর (Public Cooperative partnership) ভিত্তিতে আর্থ সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণ।

ঝ) সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশে ও বিদেশে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদান।

ঞ) সমবায়ের সকল কার্যক্রমে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা।

উপজেলা সমবায় অফিসার
মাটিরাঙ্গা, খাগড়াছড়ি।